6

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বগুড়ায় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস থেকে

বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে 'টিপসই' দেয়া বয়স্ক মানুষগুলোকে অক্ষরজ্ঞান দেয়ার সরকারী কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে না। ফলে বয়স্করা নিরক্ষরই থেকে যাচ্ছে। সরকারী পর্যায়ে ১৫ থেকে ৩৫ বছর এবং তার উর্ধে বয়সীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী রয়েছে। বগুড়া জেলা শহরের ৩২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্তত ১৫টি গ্রাম ঘুরে দেখা গেল, মাত্র ৩টি গ্রামে এলোমেলোভাবে বয়স্ক নর-নারীদের অক্ষরজ্ঞান দেয়া হচ্ছে। তাও এ কর্মসূচী বেসরকারী পর্যায়ে নেয়া। জেলার ২৬টি আদর্শ গ্রামের মধ্যে ২০টিতেই বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম নেই।

উল্লেখ্য, সবার জন্য শিক্ষা প্রদানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬২ শতাংশে উন্নীত করতে হলে ২ হাজার সালের মধ্যে অন্তত ২ কোটি নিরক্ষর লোককে সাক্ষর দান করতে হবে।

দেশে '৮৯ সালে প্রণীত সাক্ষর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারে এবং মৌখিক ও লিখিতভাবে ব্যক্ত করার সাথে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করে তা লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে সেই ব্যক্তি সাক্ষর। বগুড়া অঞ্চলের গ্রামগুলোতে এমনও ব্যক্তির সন্ধান মিলে, যারা শুধু নিজের মূল নামটি ছবির মতো মনে রেখে কাগজে লিখে। এর বাইরে তারা আর কোন অক্ষর চেনে না। আর এমন ব্যক্তিই নাকি গণশিক্ষা নামক কর্মসূচীতে কথিত লেখাপড়া শিখেছে। সরকারী পরিসংখ্যানে ৫টি উইং এর মাধ্যমে সাক্ষরতা দান কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। এগুলো হলো, ৫ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দান, ৬ থেকে ১০ বছরের কিশোর-কিশোরীদের মৌলিক শিক্ষা দান, ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ১৫ থেকে ৩৫ বছরের নর-নারীর জন্য বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্রের মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষার ধারা প্রচলন। দেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৬৯টি থানায় কার্যক্রম পরিব্যাপ্ত। ১৯৮৭-৯১ সাল মেয়াদের এ ধরনের প্রকল্পে ১৭৫টি থানায় অক্ষরজ্ঞান দান কর্মসূচী ছিল। বর্তমানের এ প্রকল্পটি '৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ধিতকরণের কথা।

১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের ৪ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান করার কর্মসূচী গৃহীত হয়। '৮২ সালে এ কর্মসূচী বন্ধ হয়ে '৮৭ সালে পুনরায় চালু হয়। সরকারী হিসাবেই বর্তমান সময় পর্যন্ত সাক্ষরতা অর্জন করেছে মাত্র ৪ লাখ ৭০ হাজার। ১৩ হাজার ২১টি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী রয়েছে ৪ লাখ ১৮ হাজার। অর্থাৎ ৪ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কর্মসূচী দশ ভাগের এক ভাগও অর্জিত হয়নি গত ৭ বছরে। এদিকে দুই হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা প্রদানের ৬২ শতাংশ পূরণে ২ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর জ্ঞান করে তুলতে সময় আছে আর মাত্র পাঁচ বছর।